২৬

ভোরের কাগজ

তারিখ 18 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

বিসিএস আন্তর্জাতিক কম্পিউটার শো '৯৮

শেষ হলো কম্পিউটার মেলা সামনে আরো অনেক কাজ

কাগজ প্রতিবেদক : সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়েছে বিসিএস আয়োজিত দেশের বৃহত্তম কম্পিউটার মেলা। অন্যান্যবারের তুলনায় এবারের মেলার ব্যাপকতা ছিল বেশি। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান, দর্শক সমাগম, মেলার আয়োজন, বিক্রি সবকিছু মিলিয়ে এবারের মেলাটি আমাদের কম্পিউটার শিল্পের ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সরকারি সহযোগিতা ছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে এ ধরনের একটি সুন্দর আয়োজনের কৃতিত্ব পুরোটাই বিসিএসের। বিসিএস জানিয়েছে, মেলায় ১ লাখ ৩০ হাজার টিকেট বিক্রি হয়েছে। এতো দর্শক সমাগম নিঃসন্দেহে কম্পিউটারের প্রতি জনসাধারণের ব্যাপক আগ্রহকে প্রতিফলিত করে। মেলায় মোট স্টল ছিল ১৫১টি। এ সমস্ত স্টল থেকে আনুমানিক ১৬ থেকে ১৭ কোটি টাকা মূল্যের হার্ডওয়্যার ও অ্যাকসেসরিজ বিক্রি হয়েছে। হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তাদের মেলায় ভালো ব্যবসা করতে সক্ষম হয়েছে।

হার্ডওয়্যার ও ট্রেনিং সেন্টারের স্টলগুলোতে জনতার ভিড় উপচে পড়লেও সফটওয়্যারের অংশে দর্শক সমাগম তেমন পরিলক্ষিত হয় নাই। যেসমস্ত দর্শক এসমস্ত স্টল পরিদর্শন করেছেন, তাদের মন্তব্য ছিল হতাশাব্যঞ্জক : বিসিএসের সেক্রেটারি আহমেদ হাসান জুয়েলের মতে, স্থানীয়ভাবে তৈরি সফটওয়্যারগুলো বিশ্বমানের দিক থেকে অনেক পিছুনে পড়ে রয়েছে। তিনি এ সমস্ত সফটওয়্যারকে অপরিপক্ক ও কুটির শিল্পের সমমানের বলে অভিহিত করেন। আহমেদ হাসান আরো জানান, দেশীয় সফটওয়্যারগুলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভালো কিন্তু এর মাধ্যমে বিলিয়ন ডলার উপার্জনের স্বপ্ন দেখা মূর্খতা। এবারের মেলায় আসা সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সফটওয়্যার রপ্তানির ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া সিডিগুলো ব্যাপক অবদান রাখবে বলে অনেকে ধারণা করছেন।

বিসিএস আয়োজিত এবারের কম্পিউটার শোর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠা একাত্মবোধ। অনেকদিন থেকেই প্রতিষ্ঠানগুলো কম্পিউটার সোসাইটির সদস্য ছিল। এবারের মেলার মাধ্যমে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, কম্পিউটার শিল্পের বিকাশের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠা এই যোগাযোগকে পুঁজি করে কাজ চালিয়ে যাবে। পাশাপাশি কম্পিউটার শোর মাধ্যমে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করা গিয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের পণ্য পরিদর্শনের সুযোগ পাওয়ার ফলে ক্রেতারা সহজেই তাদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পণ্যটি বাছাই করে নিতে পেরেছেন।

অনেকের অভিযোগ, আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে কম্পিউটার সম্পর্কে সচেতনার অভাব রয়েছে। অথচ, কম্পিউটার শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন। এবারের মেলায় আগত রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের সংখ্যা থেকে ধারণা করা হচ্ছে, তারা ক্রমশ এই বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল বিসিএস কম্পিউটার শো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কম্পিউটার শোর প্রতিটি দিন ছিল একেকটি সাফল্যের কাহিনী। কিন্তু কম্পিউটার শো শেষ হয়ে গেলেও বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি দেশের বিভিন্ন কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে অসংখ্য দায়িত্ব পড়ে রয়েছে। আমরা অনেকদিন ধরেই বিশ্বাস করে আসছি, আমাদের দেশে কম্পিউটার শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় মেধার অভাব নেই। এবারের মেলা প্রমাণ করেছে, প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক শক্তিও আমাদের রয়েছে। এবারে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলানোর পালা। এটিই হোক কম্পিউটার শো '৯৮-এর পরবর্তী সময়ের স্লোগান।